দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

095

শিক্ষাঙ্গনে

মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রয়োজন

আমাদের বাংলাদেশে শতকরা ৮৫ জন মুসলমান আছে। সেই হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মাঝে নিম্নবর্ণিত প্রাথমিক বিষয়সমূহ পুনঃভাবে সংযোজন করা দরকার।

(১) আকায়েদঃ এ পর্যায়ে আকায়েদ বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম যে সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান পোষণ করতে পূর্ণ সমর্থন করে তা আসলে এ পৃথিবীর মৌলিক সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ বিষয় অধ্যয়নে একজন শিক্ষার্থী ইসলামী জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে। এ রকম নানাবিধ কারণে আকায়েদ মাধ্যমিক পর্যায়ে সংযোজন করা ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তিসংগত।

(২) ইসলামী আখলাকঃ ইসলামী আখলাক মাধ্যমিক পর্যায়ে সন্নিবেশিত হলে, শিক্ষার্থীগণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোকে ইসলামী চরিত্র গঠনে পূর্ণ সহযোগিতা পাবে। সত্যিকার অর্থে ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী চরিত্র গঠন ছাড়া অন্যরূপে চরিত্র গঠন কুসংস্কার ও অন্ধকারে নিমজ্জিত মাত্র। সে হিসেবে ৮ কোটি মুসলমানের অপরিসীম কল্যাণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে এ বিষয়টি সংযোজন করা প্রয়োজন।

(৩) ফেকাহ শাস্ত্রঃ ইসলামী আইনের ভেতরে জীবন পরিচালনা করতে হলে ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা মুসলিম শিক্ষার্থীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। একটি কলুষমুক্ত সমাজ গড়তে গেলেই ফেকাহ শাস্ত্রীয় বিধিমালার অমূল্য রত্ন আইন-কানুন, নিয়মাবলী পূর্ণভাবে আকড়ে ধরে কাজ করতে হবে। এ ছাড়াও আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন সৎ, সঠিক জীবন ব্যবস্থার জন্য ফেকাহ শাস্ত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) ইসলামী ইতিহাসঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামী ইতিহাস পুস্তক অধ্যয়নে রসুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন চরিত সাহাবায়ে কেরামদের জীবন কথা মুসলিম যুগের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের জীবন চেতনাবোধ, ইসলামী প্রশাসনসহ নানা প্রকার ইসলামী মূল্যবোধ শিক্ষা লাভে সহায়ক হবে। এতে শিক্ষার্থী প্রকৃত ইসলামী জীবন চরিত ও অতীতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আদর্শ শিক্ষা লাভ করে ইসলামী জীবন গড়তে সক্ষম হবে।

(৫) আরবী ভাষা ও সাহিত্যঃ আমাদের বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের প্রথম ভাষা হবে বাংলা। কারণ, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাভাষা ব্যবহার করতে হয়। আমাদের দ্বিতীয় ভাষা হবে আরবী। কারণ, আমরা মুসলিম জাতি। আল্লাহ তায়ালার উপাসনা করার নিয়মাবলী গ্রন্থ আরবী ভাষায়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আঙ্গিনায় বসবাস করতে হলে সার্বিক এবাদত বন্দেগীতে আরবী ভাষার প্রয়োজন। ইসলামী মূল উৎসের সাথে যোগাযোগের জন্য একমাত্র মাধ্যমই হল আরবী ভাষা। বর্তমানে আমাদের মুসলিম সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইসলামী বিষয়ে এমন কতগুলো ভুল-ভ্রান্তি করছেন, যা থেকে সহজেই বুঝা যায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমগণ ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান পর্যন্ত রাখেন না। কাজেই ইসলামের মর্মবাণী তথা ইসলামিক নিয়ম-কানুন পূর্ণ ও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে আরবী ভাষা শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের তৃতীয় ভাষা হবে ইংরেজী ভাষা। কারণ ইংরেজী হল আন্তর্জাতিক ভাষা। এক কথায় আমাদের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের শিক্ষার্থীদের ভাষা হবে যথাযথ বাংলা, আরবী ও ইংরেজী।

(৬) কোরান ও হাদিসঃ কোরান আল্লাহ তায়ালার বাণী ও হাদিস নবী করীম (সাঃ) এর বাণী, কার্যাবলীর প্রতিফলন। মাধ্যমিক পর্যায়ে কোরান শিক্ষা এমনভাবে সংযোজন করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা পবিত্র কোরান ভালোরূপে দেখে পড়তে পারে এবং মোটামুটিভাবে অর্থ বুঝতে পারে। এক কথায় পবিত্র কোরানই হলো একটা পূর্ণাঙ্গ শুদ্ধ জীবন ব্যবস্থা। আমার শিক্ষা জীবনে, কর্ম জীবনে, অবসর জীবনে সর্বাবস্থাতে কোরান ও হাদিসের প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজেই মুসলিম দেশ হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো সংযোজন করা হলে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

—শামীম আজাদ আনোয়ার
দরগারোড, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।